যায়যায়দিন

Dhaka ■ Thursday ■ 14 August 2008

শিক্ষাখাতে বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থাকে আগ্রহী করতে হবে

শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের সম্প্রসারণ করতে হবে। এ জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যার জোগান দেয়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক, উচ্চমানের ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, শ্রেণীকক্ষ, গবেষণা সুবিধাসহ বিশ্বমানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। একইসঙ্গে প্রয়োজন আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সারাবিশ্বে বাজারজাতকরণের জন্য ফলপ্রসূ মার্কেটিং। বিশ্বের অনেক দেশই বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। এরইমধ্যে বাংলাদেশে অনেক সফল বিনিয়োগ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর উদাহরণ দেয়া যায়।

বাংলাদেশে শিক্ষার বৃহত্তম বাজার রয়েছে। এ বাজারকে ধরার জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ আনার জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীনে সাধারণ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাকে সেবামূলক বা এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রির আওতাভুক্ত করা এবং তা

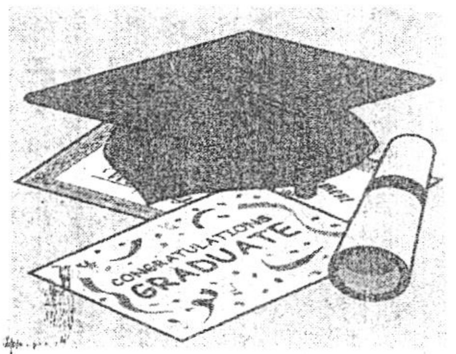

সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অবহিত করা। তাহলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করে বিশ্বমানের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বমানে উপনীত হতে পারেনি। তাই বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে। এ স্বপ্ন রচনা ও পূরণের মধ্যে ব্যবধান যতো তাড়াতাড়ি কমে আসবে ততো তাড়াতাড়ি আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতকে সরকারিভাবে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিতে পারবো। তখন ভারত ও শ্রীলংকার মতো বাংলাদেশের শ্রম সহজে রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং এ খাত থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আজিজুর রহমান
উত্তরা, ঢাকা